পাতা মোড়ানো পোকা :

* এ পোকার কীড়া গাছের অগ্রভাগের এবং পার্শ্বের কচি ও অর্থ কচি পাতা গুটিয়ে বা মুড়িয়ে ভিতরে বসে পাতার রস, শিরা-উপশিরা খায়।

* গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ফল ধারণ বাধাগ্রস্থ হয় এবং ফলন কমে যায়।

সয়াবিনের ফল ছিদ্রকারী পোকা : লক্ষণ-

* কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে এবং ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ।

* প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।

সয়াবিনের অনিষ্টকারী বিছা পোকা, কাটুই পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, ফল ছিদ্রকারী পোকা ও কাণ্ডের মাছি পোকা দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা:

* আলোকফাঁদ, হাতজাল ও সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার করে মথ দমন করা।
* হাত দ্বারা ডিমের গাদা ও দলবদ্ধ কীড়া ধ্বংস করা।
* বিঘা প্রতি ৮-১০ টি গাছের ডাল পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা।
* জৈব বালাইনাশক স্প্রে করা।

আক্রমণ বেশী হলে রাসায়নিক কীটনাশক বিছাপোকা ও পাতা মোড়ানো পোকার জন্য সাইপারমেথ্রিন+ক্লোরপাই-রিফস গ্রুপের এসিমিক্স, নাইট্রো, সেতারা এসব এবং ফলছিদ্রকারী পোকার জন্য অনুমোদিত মাত্রায় থায়ামেথোক্সাম + কোরান্টরানিলিপ্রোল গ্রুপের ভিরতাকো বা ভলিয়াম ফ্লেক্সি ব্যবহার করা।

ফসল সংগ্রহ:

গাছের পাতা ঝরা শুরু হলে এবং ফল পরিপক্ক হয়ে হলুদাভ বর্ণ হলে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। গাছ শিকড় সহ না তুলে মাটির উপর থেকে গাছের গোড়া কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ:

বীজ সরাসরি মাটিতে না শুকিয়ে ত্রিপল, চাটাই বা চটের উপর রোদে শুকাতে হবে। বীজ দাঁতে চাপ দিলে কট করে ভেঙ্গে যাবে, এমনভাবে শুকাতে হবে। সয়াবিন বীজে তেলের পরিমান বেশী থাকে বলে বীজ বেশী শুকাতে হয়। শুকনো বীজ ঠান্ডা করে চালুনি দিয়ে চেলে পুষ্ট বীজ বাছাই করতে হবে। সংরক্ষণের সময় বীজের আদ্রতা ৮-৯% থাকা উত্তম। সয়াবিন বীজ সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম বা টিনের পাত্র ব্যবহার করতে হবে। এমনভাবে পাত্র পূর্ণ করতে হবে, যাতে পাত্রে কোন খালি জায়গা না থাকে এবং পাত্রের মুখ শক্ত করে বন্ধ করতে হবে যাতে পাত্রটি বায়ুরোধী হয়। পাত্র মেঝেতে না রেখে পাটাতনের উপর রাখতে হবে। বীজ মাঝে মাঝে বের করে রৌদ্রে দিতে হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
চট্টগ্রাম

E-mail: chittagong@ais.gov.bd
Web : www.ais.chittagong.gov.bd
Facebook : Ais chattogram

তথ্য সূত্র: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে : আদিবা প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মুদ্রণ সংখ্যা : ৩,৫০০ কপি, নভেম্বর-২০২৪ইং।

সয়াবিন চাষ

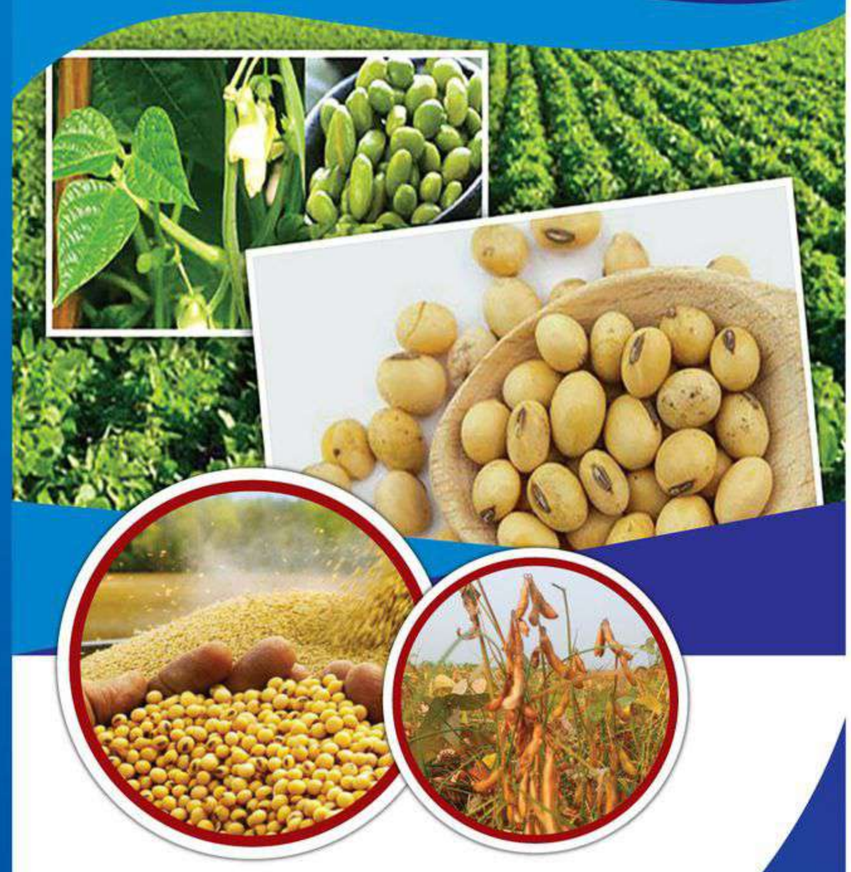

কৃষি তথ্য সার্ভিস
চট্টগ্রাম

www.ais.gov.bd

একটি লাভজনক ফসল হিসেবে লক্ষ্মীপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকরা সয়াবিন চাষ করে থাকেন। সয়াবিন চাষে লক্ষ্মীপুর জেলা অগ্রগণ্য। এ জেলায় প্রায় ৪২ হাজার হেক্টর জমিতে সয়াবিন চাষ হয়। এ কারণে লক্ষ্মীপুরকে সয়াল্যান্ড' নামে ডাকা হয়। অর্থকরী ফসলের পাশাপাশি সয়াবিন একটি উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ফসল। সয়াবিনে ৪০%- ৪৪% আমিষ ১৮৭-২২% তেল বা চর্বি প্রায় ৩৫% শর্করা, ভিটামিন। এ. বি. সি. ডি ও ই, খনিজ লবণ যেমন আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে।

সয়াবিনের উচ্চ ফলনশীল জাত সমূহ :

* বিইউ সয়াবিন ২: ৩.২-৩.৭ টন/হেক্টর ও ফলন দেয়া উচ্চফলন-শীল এ জাতের প্রতি গাছে পড়ের সংখ্যা ৫০-৬০টি। বীজের আকার বড়। রবি মৌসুমে এ জাতের জীবনকাল ৯৫-১০৫ দিন ও খরিপ মৌসুমে ৮০-৯০ দিন হয়।

* বিইউ সয়াবিন ৩: এই জাতের ফলন ৩.২-৩.৪ টন/হেক্টর। প্রতি গাছে পদের সংখ্যা ৫০-৭০ টি। বীজের আকার বড়। জীবনকাল রবি মৌসুমে ৯৫-১০০ দিন, খরিপ মৌসুমে ৮০-৮৫ দিন।

* বিইউ সয়াবিন ৪: ফলন ৩.০-৩.৫ টন/হেক্টর। প্রতি গাছে পড়ের সংখ্যা ৫০-৬০ টি। বীজের আকার বড়। জীবনকাল রবি মৌসুমে ১০০-১০৫ দিন, খরিপ মৌসুমে ৮৫-৯০ দিন।

* বিনা সয়াবিন ৩: ফলন ২.৫-৩.০ টন/হেক্টর। প্রতি গাছে পডের সংখ্যা ৫০-৬০ টি। বীজের আকার মাঝারি। জীবনকাল রবি মৌসুমে ১১৫-১২০ দিন, খরিপ মৌসুমে ১০৫-১১৫ দিন।

* বিনা সয়াবিন ৫: ফলন ২.৫-৩.২ টন/হেক্টর। প্রতি গাছে পডের সংখ্যা ৪৩-৫৭ টি। বীজের আকার মাঝারি। জীবনকাল রবি মৌসুমে ১০৫-১১৫ দিন, খরিপ মৌসুমে ৯৫-১০৭ দিন।

বীজ বপন:

বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা করে সুস্থ বীজ জমিতে বপন করতে হবে। রবি মৌসুমে পৌষ মাসে (মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি) ও খরিপ মৌসুমে কার্তিক মাসে (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর) বীজ বপন করা উত্তম। বীজ লাইনে লাগানো ভালো। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪-৫ ইঞ্চি, লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ১২ ইঞ্চি রাখতে হবে। ১০ লাইন পরপর ১৮ ইঞ্চি বা এক হাতের একটি নালা রাখলে আন্তঃপরিচর্যায় সুবিধা হয়।

জীবাণু সার ব্যবহার:

বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ভাতের মাড় বা চিটাগুড় মিশিয়ে ৩০-৫০ গ্রাম জীবাণু সার মিশিয়ে বীজ বপন করতে হবে।

জীবাণু সার ব্যবহারে সয়াবিন গাছের মূলে অধিক পরিমাণে নডিউল সৃষ্টি হয় ও নডিউলে নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে ইউরিয়া সারের চাহিদা কমে।

মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগ করা উত্তম, তবে সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারের নাম	প্রতি বিঘায় (কেজি/৩৩ শতক)	প্রতি হেক্টরে (কেজি/২৪৭ শতক)
ইউরিয়া	৭-৮	৫২-৬০
টিএসপি	২০-২৩	১৫০-১৭২
ডিএপি (ইউরিয়া ও টলাশি সারের পরিবর্তে)	১৭-২০	১২৭-১৫০
এমওপি	১৩-১৬	৯৭-১২০
জিপসাম	১১-১৫	৮২-১১২
বোরন	১.২৫	৯
জৈব সার	৪০০০	৩০ টন

অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্য সকল সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় ও বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সার চারা গজানোর ১৮-২২ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আন্তঃ পরিচর্যা :

চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। রবি মৌসুমে প্রতি বর্গমিটারে ৫০-৬০ টি ও খরিপ মৌসুমে ৪০-৫০ টি চারা রাখা উত্তম। বীজ বপনের ২০-২৫ দিনে (ফুল ধরার পূর্বে) ও ৫০-৬০ দিনে (শুটি গঠনের সময়) সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

রোগ ও পোকা দমন:

সয়াবিনের কান্ড ও মূল পচা রোগ: লক্ষণ-

এই রোগে গাছের শিকড় হতে কান্ডের অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা বাদামী ক্ষত দেখা যায়। পাতা হলুদ হয়ে নেতিয়ে পড়ে ও গাছ মারা যেতে পারে।

প্রতিকার-

> ভালো ভাবে চাষ দিয়ে বীজ বুনতে হবে।
> জমি স্যাঁতস্যাঁতে হলে এ রোগের আক্রমণ হয়।
> অতিরিক্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।
> এজিক্সিস্টবিন + ডাইফেনোকোনাজল গ্রুপের এমিস্টার টপ বা অন্যান্য ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

সয়াবিনের মোজাইক ভাইরাস: লক্ষণ-

> পাতায় হালকা এবং ঘন সবুজ ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়।
> পাতা কুঞ্চিত হয়ে নিচের দিকে বেঁকে যায়।
> পাতা ঝরে যায়, চারা গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং সংখ্যা ও আকার অনুসারে শুটি/ফল ধারণ কম হয়।

প্রতিকার-

> আক্রান্ত গাছ অপসারণ করা।
> রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার।
> রোগাক্রান্ত জমি থেকে বীজ না নেয়া।
> ভাইরাসের বাহক পোকা দমনে ইমিডাক্লোপিড গ্রুপের এডমায়ার, টিডো ইত্যাদি ব্যবহার করা।

সয়াবিনের বিছা পোকা :

* পাতার উল্টো পিঠের সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদ্য পাতলা পর্দার মত করে ফেলে।

* এরা সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো পাতা খেয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।